বাপ্তিস্মের অর্থ

রোমীয় ৬.১-১৩

সত্য খ্রীস্টীয় মণ্ডলীর কয়েকটি চিহ্ন আছে।

(১) ঈশ্বরের বাক্যের যথার্থ প্রচার,

(২) মাণ্ডলিক সংস্কারের যথার্থ সম্পাদন, ও

(৩) মাণ্ডলিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

"সংস্কার" *(Sacrament)* শব্দটি "ত্রিত্ব" *(Trinity)* বা "দেহায়িত হওয়া" *(Incarnation)* বা "ঈশতত্ত্ব" *(Theology)* প্রভৃতি শব্দের ন্যায় বাইবেলে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত শব্দর ব্যবহার বাইবেলে না থাকলেও, শব্দগুলির দ্বারা যে বিষয়কে তুলে ধরা হয়, তা অবশ্য সমগ্র বাইবেলে পাওয়া যায়। নতুন নিয়মে মাণ্ডলিক সংস্কার *(Sacrament)* বলতে আমরা এমন দুটি অনুষ্ঠানকে নির্দেশ করি যা স্বয়ং খ্রীস্ট আমাদের আদেশ করেছেন বা সাধন করেছেন)। এ দুটি হল বাপ্তিস্ম ও প্রভুরভোজ। লাতিন *(Latin)* ভাষা থেকে ইংরাজী *Sacrament* শব্দটি এসেছে। রোমীয় সৈন্যরা তাদের সেনাবাহিনীর অঙ্গীকারকে নির্দেশ করতে শব্দটি ব্যবহার করত। এর দ্বারা তারা দিব্য *(Oath)* করত যে, তারা তাদের সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং তাঁর আদেশ পালন করতে ব্যধ্য থাকবে। খ্রীস্টীয় মাণ্ডলিক জীবনে এই শব্দের দ্বারা আমাদের পরিত্রাণের অধ্যক্ষ খ্রীস্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার ও তাঁর আদেশ পালন করার ইচ্ছাকে প্রকাশ করি। অবশ্য মণ্ডলীর একেবারে প্রথম যুগে বাপ্তিস্ম ও প্রভুরভোজকে নিগুঢ়তত্ত্ব *(Mystery)* বলেও অভিহিত করা হয়েছেল। নিগুঢ়তত্ত্ব বা গোপন রহস্য নামে অভিহিত করার কারণ হল, এই দুটি অনুষ্ঠানে (১) বাহ্যিক প্রতীকের আড়ালে আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ লুকিয়ে আছে; অন্যদিকে (২) তাড়ণার সময় বিশ্বাসীরা এই দুটি অনুষ্ঠান গোপনে সাধন করতে বাধ্য ছিল।

সংস্কারকে "বিশ্বাসীদের প্রতি ঈশ্বরের ঈশ্বরের অনুগ্রহ চুক্তির *(Covenant of grace)* পবিত্র চিহ্ন *(Sign)* এবং মুদ্রাঙ্ক" *(Seal)* বলা হয়। রোমীয় ৪.১১ পদে, "ত্বকছেদ-চিহ্নকে" "বিশ্বাসের ধার্মিকতার মুদ্রাঙ্ক" বলা হয়েছে। এই সত্য কেবল পুরাতন নিয়মের ত্বকছেদের প্রতি নয়, নতুন নিয়মের সংস্কারের প্রতিও একই ভাবে প্রযোজ্য।

(১) চিহ্নের দ্বারা অন্য কোন বিষয় জানানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, মোশির লাঠি— মাটিতে পড়ে যা সাপে রূপান্তরিত হয়েছিল— তার দ্বারা জানানো হয়েছে যে, ঈশ্বর মোশিকে দর্শন দিয়েছেন (যাত্রা ৪.১-৫)। জেরুশালেমের পতনের দ্বারা জানানো হয়েছে যে, খ্রীস্টের স্বর্গীয় মধ্যস্থতা ও রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে (মথি ২৪.২৯-৩০, ৩৪)। (বিবাহে বর ও কণের মধ্যে আংটি বিনিময়)। অর্থাৎ, সংস্কারকে চিহ্ন বলার দ্বারা, এর দ্বারা প্রকাশিত ঘোষণাকে তুলে ধরা হয়েছে। এর দ্বারা আমাদের পরিত্রাণের জন্য খ্রীস্টের অনুগ্রহকে ঘোষনা করা হয়। বাপ্তিস্ম বা প্রভুরভোজ কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠান হিসাবে নিজে নিজে আমাদের অনুগ্রহ দেয় না, কিন্তু যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা বিশ্বাসী যে পরিত্রাণের অনুগ্রহ লাভ করেছে, তা ঘোষণা করে।

(২) মুদ্রাঙ্ক হল এমন বিষয়, যে তা ধারণ করে, এর দ্বারা তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ইষ্টের ৩.১২ পদে বলা হয়েছে, ***"... তাহা অহশ্বেরশ রাজার নামে লিখিত ও রাজার অঙ্গুরীয়ে মুদ্রাঙ্কিত হল।"*** মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করলে আমরা যে সার্টিফিকেট পাই, তাতে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সীলমোহর থাকে। এর দ্বারা সার্টিফিকেটের সত্যতা প্রমাণিত হয়। সহজ কথায়, সার্টিফিকেটটি যে জাল নয়, তা প্রমাণ করে এই সীলমোহর। এখন এই সীলমোহরটি সার্টিফিকেট প্রাপকের কাছে উপকারী, সার্টিফিকেট দাতার কাছে নয়। আবার এই সার্টিফিকেট লাভের দ্বারা এর প্রাপক যে শিক্ষিত হয়, এমনও নয়। কিন্তু, এর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করে যে, সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। রাজা অহশ্বেরশের আদেশনামা সীলমোহর ছাড়াও সত্য ছিল; কারণ তা রাজার আদেশ ছিল। কিন্তু, সীলমোহরের দ্বারা প্রজারা

নিশ্চিত হয়েছিল যে, তা সত্যই রাজার আদেশ। এই সত্য মাণ্ডলিক সংস্কারের প্রতিও একইভাবে প্রযোজ্য। সংস্কারের দ্বারা অনুগ্রহ লাভ সম্ভব নয়, বা অনুগ্রহও সংস্কারের উপর নির্ভরশীল নয়। অনুগ্রহ গ্রহণকারীর প্রতি সংস্কার উপকারী। এর দ্বারা বিশ্বাসী যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা যে আশীর্বাদ লাভ করেছে, তা ঘোষণা করা হয় ও নিশ্চিত করা হয়।

স্বয়ং যীশু খ্রীস্ট বাপ্তিস্ম ও প্রভুরভোজ পালন করতে বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন (মথি ২৮.১৯; ১করি ১১.২৩)। যীশু খ্রীস্ট সংস্কারের স্থাপক হওয়ায়, সংস্কার বিশ্বাসীদের জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ। খ্রীস্ট নিজের ইচ্ছানুসারে পবিত্র আত্মার দ্বারা আমাদের জীবনে সংস্কারের মাধ্যমে আশীর্বাদ প্রদান করেন। বাইবেল আরও শিক্ষা দেয় যে, মণ্ডলীর সমগ্র ইতিহাসে, পুরাতন ও নতুন নিয়মে, কেবল দুটি সংস্কার ঈশ্বর আমাদের পালন করতে বলেছেন। পুরাতন নিয়মে যা ত্বকচ্ছেদ, নতুনে তা বাপ্তিস্ম হিসাবে আমাদের পালন করতে তিনি আদেশ করেছেন। আবার পুরতন নিয়মে যা নিস্তার-পর্ব নতুনে তা প্রভুরভোজ। পুরাতনের মধ্যে নতুন সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান ছিল;এবং নতুনের দ্বারা পুরাতন প্রকাশিত হয়েছে। রক্ত-সম্বন্ধীয় পুরাতন নিয়মের সংস্কার রক্ত-বিহীন নতুন নিয়মের সংস্কারে রূপান্তরিত হয়েছে— কিন্তু উভয়েই একই তাৎপর্য বহন করে চলেছে :

ত্বকচ্ছেদ — বাপ্তিস্ম

(১) সারা জীবনে কেবল একবার পালন করতে হয়।
(২) বিশ্বাসী ও তাদের সন্তানদের প্রতি পালন করা হয়।
(৩) ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার *(Union)* শুরুকে নির্দেশ করে।
(৪) গ্রাহকের নিজের কোনও ভূমিকা নেই (অন্যের কাজকে সে কেবল গ্রহণ করে)।

নিস্তার পর্ব — প্রভুরভোজ

(১) নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বারে বারে পালন করতে হয়।
(২) কেবল বিশ্বাসীদের প্রতি পালন করা হয়।
(৩) ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রমশ সংযুক্ত হয়ে থাকাকে নির্দেশ করে।
(৪) গ্রাহকও অংশগ্রহণ করে।

পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে সংস্কারের এই সাদৃশ্যকে বাইবেলে বিভিন্ন আকারে তুলে ধরা হয়েছে। এই কারণে, পৌল তারে পত্রের বিভিন্ন স্থানে পুরাতন ও নতুনের সংস্কারগুলিকে একে অন্যের পরিবর্তে ব্যবহার করেছে (১করিন্থীয় ১০.১-২;কলসীয় ২.১১;১করিন্থীয় ৫.৭;মথি ২৬.১৭)।

বাপ্তিস্ম আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করে না, কিন্তু পাপ থেকে উদ্ধারকে বাপ্তিস্ম নির্দেশ করে (১পিতর ৩.২১) এবং যীশু নিজে বাপ্তাইজিত করতে শিষ্যদের আদেশ করেছেন (মথি ২৮.১৯)। তাহলে, বাপ্তিস্মের অর্থ কী? বাইবেলে বাপ্তিস্মকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) দৃশ্যগ্রাহ্য খ্রীস্টীয় মণ্ডলীতে প্রবেশ,
(২) মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধির অনুগ্রহ,
(৩) নতুন-জন্ম,
(৪) পাপের দূরীকরণ,
(৫) নতুন বাধ্য জীবনের কর্তব্য।

অর্থাৎ, বাপ্তিস্মের অর্থ ব্যাপক। কিন্তু বাপ্তিস্মের কেন্দ্রীয় শিক্ষা হল, ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া। এ বিষয়টি মথি ২৮.১৯-২০ পদে খুবই স্পষ্ট। বিশ্বাসী এবং তাঁর সন্তানদের পিতা ঈশ্বর, এবং পুত্র যীশু খ্রীস্ট, এবং পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে। ১করিন্থীয় ১০.১-২ পদে, ***"মোশির উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হবার"*** দ্বারা পৌল বলতে চেয়েছেন যে, ঈশ্বরের দাস মোশির সঙ্গে নতুন সম্পর্কে প্রবেশ করার জন্য, ইস্রায়েলীয়রা মিশর ত্যাগ করল এবং মিশরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করল। ঠিক একইভাবে, বাপ্তিস্মের দ্বারা আমরা ত্রিত্ব-ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কে প্রবেশ করি। বাপ্তিস্মের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে এই বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়াই বাপ্তিস্মের কেন্দ্রীয় শিক্ষা। তাই, পৌল অন্য কারুর নামে বাপ্তিস্মকে তিরস্কার করেছেন (১করিন্থীয় ১.১৩)।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত হবার জন্য আমাদের অপরাধ ও পাপের আবর্জনা থেকে মুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ, যে এখনও পাপের দাসত্ব করে চলেছে, তার পক্ষে ঈশ্বরের

সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তাই, শাস্ত্রে বাপ্তিস্মকে ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। পিতর তাই বাপ্তিস্মকে ***"পাপমোচন"*** বা ***"পবিত্র আত্মারূপ দান"*** বলে অভিহিত করেছে (প্রেরিত ২.৩৮)। পৌল বাপ্তিস্মকে ***"পুনর্জন্মের স্নান"*** বা ***"পবিত্র আত্মার নতুনীকরণ"*** হিসাবে বর্ণনা করেছে (তীত ৩.৫)। তথাপি, শাস্ত্র মূলত বাপ্তিস্মের দ্বারা খ্রীস্টের সঙ্গে এবং ত্রিত্ব-ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াকেই নির্দেশ করে (মথি ২৮.১৯; ১ করি ১২.১৩; গালা ৩.২৭; রোমীয় ৬.৩)।

তাই সহজ কথায়, বাপ্তিস্মের দ্বারা সুসমাচারের মৌখিক বিষয়বস্তুকে অ-মৌখিক আকারে প্রকাশ করা হয়। নতুনজন্ম কেবল ঈশ্বরের কাজ। কারণ পাপী মানুষ পাপে মৃত হওয়ায়, তার পক্ষে কিছুই করণীয় নেই। তাই, ঈশ্বর নতুনজন্ম দানের দ্বারা তাকে জীবিত করেন। তাই, আমাদের নতুনজন্মে পাপী মানুষ আমরা সম্পূর্ণ নিস্ক্রীয় থাকি। কিন্তু নতুনজন্ম লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জীবিত হই। যার অর্থ আমরা খ্রীস্টের সঙ্গে সংযুক্ত হই। কারণ, খ্রীস্টে আছে জীবন। তখন আমরা অনুতাপ ও বিশ্বাস করতে পারি। কারণ, নতুনজন্ম ও খ্রীস্টের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে আমাদের জীবনে অনুতাপ ও বিশ্বাসের বীজ ইতিপূর্বে রোপিত হয়েছে। এই কারণে বাপ্তিস্মের সময় বাপ্তিস্ম গ্রহণকারী সম্পূর্ণ নিস্ক্রীয় থাকে। তাই বাপ্তিস্মের কথা বলতে গিয়ে পৌল এমন কথা বলেছেন, ***"আমরা সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছি"*** (রোমীয় ৬.৪)— আমরা নিজেরা নিজেদের কবর দিতে পারি না; ***"তাহার সহিত একীভূত (রোপিত) হয়েছি"*** (রোমীয় ৬.৫)— আমরা নিজেরা নিজেদের রোপন করতে পারি না; ***"আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হয়েছে"*** (রোমীয় ৬.৬)— আমরা নিজেরা নিজেদের ক্রুশে দিতে পারিনা। তাই, বাপ্তিস্ম মানুষের নিজের দ্বারা সাধিত হতে পারে না।

এই সত্য যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন শিশু বাপ্তিস্ম সম্বন্ধে আমাদের ভুল চিন্তা দূরে যায়। অনেকে বলে যে, বাপ্তিস্ম কেবল সাবালক বা পূর্ণবয়স্কদের জন্য। এর কারণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেন যে,

(১) সাবালকই কেবল বাপ্তিস্ম যে কাজকে নির্দেশ করে, তা সাধন করতে পারে, এবং

(২) বাপ্তিস্মের দ্বারা বিশ্বাসী নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

এদেরকে আমরা বলতে চাই যে, সঠিক অর্থে বাপ্তিস্ম হল ঈশ্বরের কাজ; তাই,

(১) তিনি যেমন পূর্ণবয়স্ককে খ্রীস্টের সঙ্গে সযুক্ত করতে সক্ষম, নাবালক শিশুদের প্রতিও একইভাবে তিনি তা করতে পারেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে শিশু বা পূর্ণ বয়স্ক উভয়েই সমানভাবে অপারগ। উভয়েই পাপে সম্পূর্ণ পতিত হওয়ায় নিজেরা কোনও কিছুর দ্বারাই নিজেদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে অক্ষম। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই। কেবল তাই নয়, যীশু নিজে ঈশ্বরের রাজ্যে শিশুদের অধিকারের কথা বলেছেন (মথি ১৯.১৪)। তাহলে শিশুরা যে ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী, তার চিহ্ন বা মুদ্রাঙ্ক স্বরূপ যে বাপ্তিস্ম, তা গ্রহণে শিশুদের অযোগ্যতাকে নিদেশ করা কখনও সঠিক কাজ নয়। এখন, ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত না হতে পারলে, ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকারের কোন অর্থ হয় না। (শিশু বাপ্তিস্মকে উপেক্ষা করেও, বিশ্বাসীদের সন্তানরা যখন নাবালক অবস্থায় মারা যায়, তখন তারা তাদের স্বর্গে যাবার কথা কীভাবে বলে?)

(২) প্রেরিত ২.৩৮, ৩৯ পদে পিতর বিশ্বাসী ও তাদের সন্তানদের জন্য বাপ্তিস্মের প্রতীজ্ঞাকে নির্দেশ করেছে।

(৩) আবার, ১করিন্থীয় ৭.১৪ পদে পৌল এমন কথা বলেছেন, ***"অবিশ্বাসী স্বামী সেই স্ত্রীতে পবিত্রীকৃত হয়েছে, এবং অবিশ্বাসিনী স্ত্রী সেই ভ্রাতাতে পবিত্রীকৃতা হয়েছে, তা না হলে, তোমাদের সন্তানেরা অশুচি হত, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা পবিত্র।"*** অর্থাৎ বিশ্বীদের সন্তান ও অবিশ্বাসীদের সন্তানদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যদি বিশ্বাসীদের সন্তানরা পবিত্র হয়ে থাকে, আমরা কোন যুক্তিতে তাদের বাপ্তিস্ম থেকে দূরে রাখব?

আবার অনেকে বাপ্তিস্ম প্রদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে

গিয়ে, অবগাহণ অর্থাৎ জলের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জনকে নির্দেশ করে থাকে। মাথায় জল ছিটিয়ে বা জল ঢেলে বাপ্তিস্মদানকে প্রকৃত বাপ্তিস্ম হিসাবে গ্রহণ করতে তারা রাজী নন। এর পিছনে কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে, নতুন নিয়মে ব্যবহৃত শব্দের *(baptizo)* দ্বারা নিমজ্জনকে নির্দেশ করা হয়েছে বলে, তারা দাবী করে। কিন্তু শাস্ত্র এই চিন্তাকে মেনে নেয় না। কারণ, শাস্ত্রে বিভিন্ন অর্থে আমরা এই একই শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই।

(১) ১করিন্থীয় ১০.২ পদে, ***"মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে বাপ্তাইজিত"*** হবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি ইস্রায়েলীয়রা জলের মধ্যে প্রবেশ করেনি, কিন্তু সমুদ্রের শুকনো মাটির উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল (যাত্রা ১৪.২২)।

(২) ইব্রীয় ৯.১০ পদে, পুরাতন নিয়মের রীতিনীতিকে উল্লেখ করতে গিয়ে লেখক ***"বিবিধ বাপ্তিস্মের"*** কথা বলেছে। এখন, এই সমস্ত রীতিনীতির মধ্যে *'ছাগ ও বৃষদের রক্ত অশুচিদের উপর ছিটানো'* ছিল (৯.১৩);আবার *'আবাসতাম্বু ও সেবাকার্যের সমস্ত সামগ্রীতে রক্ত ছিটানো'* ছিল (৯.২১)। এগুলি নিমজ্জনের দ্বারা সাধিত না হলেও, ইব্রীয় পুস্তকের লেখক এদেরকে বাপ্তিস্ম হিসাবে উল্লেখ করেছে।

(৩) প্রেরিত ১.৫ পদে পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তিস্মের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চাশত্তমীর দিনে যা ঘটেছিল (২ অধ্যায়), তাতে পবিত্র আত্মার দ্বারা তারা নিমজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে এসেছিলেন।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, শাস্ত্রে কোথাও নিমজ্জনের মাধ্যমে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়নি। এর অর্থ সম্পূর্ণ নিমজ্জন বা অবগাহণই বাপ্তিস্মের একমাত্র পদ্ধতি নয়। তাই, আমরা অবগাহণের ন্যায়, জল ছিটিয়ে বা জল ঢেলে বাপ্তিস্মদান পদ্ধতিকে সমান মর্যাদা দেব। এখানে, পদ্ধতি প্রধান নয়, কিন্তু এর দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্তি, তাই প্রধান।

আমরা আমাদের জীবনে বাপ্তিস্মের আদেশ পালনে ইচ্ছা করে দেরী করব না। আমরা জানি, নিজের সন্তানদের ত্বকছেদে বিলম্বের কারণে মোশির প্রতি কী ঘটেছিল (যাত্রা ৪.২৪-২৬)। ঈশ্বরের আদেশ পালন যেহেতু বিশ্বাসীদের জীবনে কর্তব্য, বাপ্তিস্মের আদেশ পালন বিশ্বাসী আমাদের নৈতিক কর্তব্য। অবশ্য, শারিরিকভাবে এই আদেশ পালনে সমস্যা থাকলে (মথি ২৭.৩৮), বুঝতে হবে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশে বাপ্তিস্ম বাধাস্বরূপ হবে না। কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক বিশ্বাসী যদি বাপ্তিস্মকে অবহেলা করে বা অস্বীকার করে, তাহলে তা তাকে দোষী করবে (ইব্রীয় ১০.২৬)। অবশ্য আমরা সর্বদা মনে রাখব যে, যীশুর আদেশ পালন করা এবং পরিত্রাণ লাভের জন্য বাপ্তিস্মের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা, এক কথা নয়। বাপ্তিস্ম আমাদের খ্রীস্টের সঙ্গে সংযক্ত করে না, কিন্তু খ্রীস্টের সঙ্গে আমাদের সংযুক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেয় ও নিশ্চিত করে।